

জেলাৰ খবৰ সমীক্ষা

বৰ্ষ - ১৪, ১লা আষাঢ় ১৪২৭ (১৬ই জুন ২০২০) মূল্য - ২ টাকা D.L. No.-21 Dt. 05.04.07



ৰথ সংখ্যা



হাওড়া জেলায় কাঠের রথ

রথযাত্রা। 'যাত্রা' অর্থে এক স্থান থেকে অপর স্থানে গমন। বাঙালীর জীবনে 'রথযাত্রা' একটি পার্বণ অর্থাৎ উৎসব। পার্বণ বা উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট তিথি তারিখ আছে, রথযাত্রায় বৈশাখী পূর্ণিমা ও আষাঢ় মাস।

বহু আগে দেবতার বিগ্রহ নিয়ে শোভাযাত্রা করে, নাচ-গান করে এক স্থান থেকে অপর স্থানে যাওয়ার রীতি ছিল, আজও সেই রীতি অনুসরণ করা হয় 'রথযাত্রা'র ক্ষেত্রে। এটি অনেক প্রাচীন কালের রীতি। সাধারণ ধারণা, বৌদ্ধ রথযাত্রা, জগন্নাথদেবের রথযাত্রায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই ধারণা অনুসারে বৈশাখ মাসে যে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, তার 'তিথি' হচ্ছে বুদ্ধ-পূর্ণিমা, অর্থাৎ বৌদ্ধরথযাত্রার অনুষ্ঠান হয়ে গিয়েছে বৈশাখী রথের ক্ষেত্রে।

রত্ন-মন্দিরের অনুকরণে কাঠের রথ তৈরী হয়। সাধারণত পাঁচ চুড়া কিংবা ন'চুড়ো রথই বেশি দেখা যায়। রথের কাঠামো, সামনে দৌড়ানোর ভঙ্গিতে দুটো ঘোড়া, রথ-চালক সারথি, গরুড়, রথ-সজ্জার জন্য পরী, বাদিশ, চামরধারিণী এ সবই তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। এছাড়া, রথের গায়ে থাকে নানান পৌরাণিক কাহিনির চিত্রাবলী। সব মিলিয়ে বাংলার সূত্রধর শিল্পীদের পুরুষানীক্রমিক দক্ষতা ও শিল্পবোধের পরিচয় মেলে।

হাওড়া জেলায় শতাধিক বছরের পুরাতন রথ বেশ কিছু সংখ্যক রয়েছে। আবার তার চেয়ে কম বয়সী রথও রয়েছে। মোটকথা, রথযাত্রা ঐতিহ্যে হাওড়া জেলা অর্বাচিন নয়। এখানে হাওড়া জেলায় কাঠের তৈরি রথের একটা তালিকা দেওয়া হল :

থানা : উদয়নারায়ণপুর

(১) কল্যাণচক (দ্বারী পরিবার), (২) সিংটি, (৩) পলিয়াড়া, (৪) উদয়নারায়ণপুর (রথুনাথের রথ), (৫) পেঁড়ো (মা আনন্দময়ীর রথ), (৬) আসন্ডা (শ্রীধরনাথ জীউর রথ), (৭) খিলা (বৈশাখি), (৮) পাঁচারল্ল, (৯) বিধিচন্দ্রপুর, (১০) শিবপুর।

থানা : আমতা

(১) ফতেপুর (সাহা পরিবার, বৈশাখী পূর্ণিমা), (২) তাজপুর, (৩) উদং, (৪) কুলটিকরী (বৈশাখী পূর্ণিমা), (৫) চাকপোতা, (৬) রামচন্দ্রপুর, (৭) দোবাঁধি, (৮) সড়িয়াল, (৯) গৌরাস্ত চক (১০) আমতার রথ।

থানা : জয়পুর

(১) রাউতাড়া (রায় পরিবার, দামোদর জীউ), (২) অমরাগড়ী (রায় পরিবার, গজলক্ষ্মী), (৩) বিখিরা (মল্লিক পরিবার), (৪) জয়পুর, (৫) খালনা (কৃষ্ণরায় জীউ), (৬) বিনলা-কৃষ্ণবাটির রথ।



থানা : বাগনান

(১) বাগনান (জগন্নাথদেব), (২) খানজাদাপুর, (৩) ওড়ফুলি (রামনবমী), (৪) বাঙালপুর (বৈশাখী পূর্ণিমা), (৫) ভুঁয়েড়া, (৬) বাইনান, (৭) দেউলখাম, (৮) কুলিতাপাড়া (মাঘীপূর্ণিমা), (৯) হারপ, (১০) কুলগাছিয়ার রথ।

থানা : উলুবেড়িয়া

(১) তুলসীবেড়িয়া, (২) কামিনা (অনন্তদেব রথ), (৩) জানবাড় (বৈশাখী পূর্ণিমা), (৪) অভিরামপুর, (৫) উলুবেড়িয়া, (৬) কুলগাছিয়া, (৭) খলিশানি, (৮) জানবাড়, (৯) জোয়ারগোড়া, (১০) হাটগাছা, (১১) হীরাপুর, (১২) মহিষালী, (১৩) মানিকপুর, (১৪) তপনা, (১৫) তেহট্ট, (১৬) চণ্ডীপুর, (১৭) শুড়িখালি, (১৮) সন্তোষপুর (১৯) বাড়বেড়িয়ার রথ।

থানা : জগৎবল্লভপুর

(১) জগৎবল্লভপুর (রাধাগোবিন্দের রথ), (২) মানসিংহপুর (বৈশাখী পূর্ণিমা), (৩) খড়দা-বামুনপাড়া (কুড়ু পরিবার), (৪) নিজবালিয়া (ঘোষ পরিবার), (৫) নিমাবালিয়া (বৈশাখী পূর্ণিমা, মন্ডল পরিবার), (৬) মাজু, (৭) ফটিকগাছির রথ।

থানা : ডোমজুড়

(১) দক্ষিণ ঝাপড়দহ, (২) নারনা, (৩) মাকড়দহর রথ।

থানা : পাঁচলা

(১) দেউলপুর (ধর্মরাজের রথ), (২) কুলডাঙ্গা বাজার, (৩) বেলকুলাই, (৪) সর্দারহাটি, (৫) শুড়িখালি (৬) রাণিহাটির রথ।

থানা : সাঁকরাইল

(১) মাহিয়াড়ী (কুড়ু পরিবার), (২) আঁদুল, (৩) অঙ্কুরহাটি।

থানা : বাউড়িয়া

(১) সন্তোষপুর

থানা : শ্যামপুর

(১) গোবিন্দপুর, (২) কালিদহ (দাস পরিবার), (৩) নবগ্রাম, (৪) উলুঘাটা, (৫) কুলটিকরী (রামনবমী), (৬) বাগান্ডা, (৭) গণেশপুর, (৮) চিলোড়া, (৯) দাওনতলা (১০) অযোধ্য, (১১) খানজাদাপুর, (১২) গোবিন্দপুর, (১৩) চিলে আড়া, (১৪) সদাশিবপুর, (১৫) সিতাপুর রথ।

হাওড়া জেলার গ্রাম এলাকা ছাড়াও হাওড়া শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক কাঠের রথ আজও চালু রয়েছে। এগুলি হল :-

থানা : মালিপাঁচঘরা

(১) ঘুয়ুড়ী, (২) শালিখা (বাবুডাঙ্গা)

থানা : বাঁটরা

(১) বাঁটরা (পালটোথুরী পরিবার), (২) কদমতলা (বাঁদুড়ী পরিবার), (৩) ইছাপুর (সুধাসিন্ধু কোলে)

থানা : হাওড়া

(১) খুরুট (কালিাবাবু), (২) বেলিলিয়াস লেন (হাজরা পরিবার), (৩) জয়নারায়ণ সাঁতরা লেন (লক্ষ্মীজন্যর্দন)।

থানা : শিবপুর

(১) শিবপুর (চট্টোপাধ্যায় পরিবার)

এই সাথে আরও কয়েকটি রথের নাম তালিকা যোগ করা চলে (১) ঘোষপাড়া (ঘোষ পরিবারঃ মহেন্দ্র ভট্টাচার্য রোড), (২) অখড়ার রথ (মহাপ্রভু মন্দির, রাজবল্লভ সাহা লেন), (৩) বড়াল পরিবারের রথ, (৪) লক্ষ্মীনারায়ণতলার রথ।

বলা বাহুল্য, রথের এই তালিকা অসম্পূর্ণ। বহু জায়গায় রথের অস্তিত্ব থাকলেও রথযাত্রা উৎসব আর হয় না, আবার বহু পরিবার সাময়িক উৎসাহের বশে 'আষাঢ়ী রথ' পথে বের করে থাকেন। (তথ্য :- বাংলার দারুভাষ্কর্যঃ তারাপদ সাঁতরা, নবাসন, বাগনান, হাওড়া, সন-১৩৮৬, খ্রীঃ ১৯৮০)

‘শিক্ষা আনে চেতনা’ সম্পাদকীয়

বাঙালির বারো মাসে তের পার্বণের এক পার্বণ রথযাত্রা। রথ নামক বেগবাহী যান সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষের সঙ্গী। দেবতাকে রথে বসিয়ে টানার যে প্রথা তা কীভাবে করে শুরু হল এবং সামাজিক উৎসবে পরিণত হত তা এখনও অনুসন্ধানের বিষয়ে সম্ভবতদেবই ধর্ম জাতপাতের গভী ভেঙ্গে সর্বপ্রথম রথের মেলায় বহু মানুষকে একত্র করার প্রথিকৃৎ। তবে এই উৎসবের তাৎপর্য এই যে এটি একটি সামাজিক মিলন মেলা। বহু মানুষের একত্রে সমবেত হওয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানেরও উৎসব। রথ নানা রকমের হয় -- কাঠের, পিতলের, লোহার এমনকি সোনারও। একসময় বাংলার দারুণ শিল্পীরা বানাতেন চমৎকার কারুকার্য মণ্ডিত নানা ধরণের কাঠের রথ। সেসব শিল্পীর দল আজ অস্তমিত, ভাঙ্কর্যেও মানুষ রথকে যে অমর করে রেখেছে তার প্রমাণ কোণারক ও মহাবলী পুরমের রথাকৃত মন্দিরগুলি। রথযাত্রার জৌলুপও অনেকক্ষেত্রেই কমে এসেছে। তবু রীতি হিসাবে এ প্রথা এখনও চলে আসছে।

তবে এবারে বাংলা তথা গোটা পৃথিবী কোভিড-১৯ রোগের প্রকোপে পড়েছে। এই রোগটাকে হুমহামারী বলেছে। এই ছোঁয়াছে রোগ থেকে বাঁচার জন্য হু প্রত্যেককে প্রত্যেকের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলেছে। আর সেই জন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠান হচ্ছে না এরই প্রকোপে পড়ে এবারে কোথাও রথের মেলা হচ্ছে না।

‘জেলার খবর সমীক্ষা’র গ্রাহক হন

লেখা পাঠান, মনোনীত হলে তা প্রকাশ করা হবে।
পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানান।

যোগাযোগ করুন -- সম্পাদকীয় দপ্তরে
গ্রাম ও পোঃ - অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।
ফোন - ৯৮০০২৮৬১৪৮

মডার্ন ডিজিটাল স্টুডিও এ্যান্ড জেরক্স সেন্টার

প্রোঃ বিমল দলুই

জয়পুর মোড় (খানার নিকট) হাওড়া। ফোন-৯৭৭৫১৩০৩২০

এখানে ভিডিও ফটোগ্রাফি, স্টীল ফটোগ্রাফি,
মিস্টিং ও জেরক্স করা হয়।

৫ মিনিটে পাসপোর্ট ছবি পাওয়া যায়।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

ব্যাঙ্কো ক্লিনিক এন্ড ল্যাবরেটরী

এখানে আন্টাসোনোগ্রাফী, রক্ত, মল, মূত্র, কফ অতিমাত্র
সহকারে পরীক্ষার সুব্যবস্থা আছে। ই.সি.জি. করা হয় এবং
কোলকাতা থেকে থাইরয়েড পরীক্ষা করানো হয়।
অমরাগড়ী (অমরাগড়ী বি.বি.ধর হসপিটালের সামনে),
জয়পুর, হাওড়া-৭১১৪০১



ঃ জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ঃ

জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ‘গুণ্ডিচা যাত্রা,’ ‘ঘোষ যাত্রা,’ ‘নবদিন যাত্রা,’ বা ‘দশাবতার যাত্রা’ নামেও পরিচিত। গুণ্ডিচা মন্দিরের শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা সাতদিন থাকেন তাই পুরীর মন্দির থেকে শুরু হওয়া রথযাত্রাকে গুণ্ডিচা যাত্রাও বলে।

জগন্নাথদেবের উপস্থিতির জন্য পুরীকে শ্রীক্ষেত্র বলে। জগন্নাথ হলেন ভগবান বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার কৃষ্ণ। পুরীতে তিনি নীলমাধব রূপে পূজিত হন। তাই পুরীর আর এক নাম নীলাচল। তাঁর অবস্থানের জন্যই পুরীতে মৃত্যুর দেবতা যম নিষ্ক্রিয় থাকেন এবং মানুষ পুনঃজন্মের দুঃখ থেকে মুক্তি পায়। তাই পুরীকে যমনিকা তীর্থ বলে।

হিন্দু ধর্মের চার ধামের অন্যতম হল পুরীধাম। অন্য তিন ধাম হল বদ্রিনাথ, দ্বারকা এবং রামেশ্বরম। আদি শঙ্করাচার্য পুরীকে চতুর্ধামের একধাম হিসাবে নির্বাচন করেন। হিন্দু ধর্মে এই ধামগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। বিশ্বাস করা হয় এই চারধামে তীর্থযাত্রা করতে পারলে মোক্ষলাভ হয়।

কাষ্ঠউপনিষদে রথের যে বর্ণনা আছে তা হল ‘আত্মানাম রতিনাম বিধি শরীরম রথমেভতু / বুদ্ধিম তু সারথীম বিধি মারঃ প্রগাঢ়মেব চ।’ অর্থাৎ, মানব শরীর হল রথ। আত্মা বা প্রাণ হল দেবতা। দেবতার অধিষ্ঠান শরীররূপী রথে। জ্ঞান-বুদ্ধি হল রথের সারথী যে আমাদের চিন্তা ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

স্কন্দপুরাণে রথযাত্রাকে এক গৌরবময় ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ‘গুণ্ডিচা মণ্ডপম নমম যাত্রামহাজনম পুরঃ / অশ্বমেধঃ সহস্রায় মহাবেদি তদন্তাবত।’ অর্থাৎ, যারা গুণ্ডিচা মন্দিরের শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার মূর্তি দর্শন করে তাদের অশ্বমেধ যজ্ঞ করার মতো পুণ্যলাভ হয়।

সাধারণভাবে পুরীর মন্দিরে পূজা হলেও রথযাত্রায় বেড়িয়ে জগন্নাথদেব সাতদিন গুণ্ডিচা ঘরে মাসির বাড়িতে পূজা পান। মনে করা হয় গুণ্ডিচা ঘর জগন্নাথদেবের জন্মস্থান। কিংবদন্তি অনুসারে জগন্নাথদেব বছরে একবার সাতদিনের জন্য মাসির বাড়ি বেড়াতে আসেন। তাঁর মাসির নাম গুণ্ডিচা ছিল বলে এই মন্দিরকে গুণ্ডিচা মন্দির বা গুণ্ডিচা ঘর বলে। আবার অনেকে মনে করেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রীর নাম ছিল গুণ্ডিচা এবং সেই কারণেই এর নাম গুণ্ডিচা ঘর।

তিন দেবতার কাঠের রথগুলি প্রতি বছর নতুন করে তৈরী করা হয়। কাঠের রথগুলিকে সুন্দর কাপড়ের সাজ দিয়ে সাজানো হয়। এর জন্য প্রায় ১২০০ মিটার কাপড় লাগে। চোদ্দ জন দর্জি এই সাজ বানান। এই কাপড়ের যোগান দেয় ওড়িশা সরকার এবং বোম্বের সেপুর্গরি মিলস।

তিন দেবতার তিন রথের নাম হল তালধ্বজ, নন্দীঘোষ এবং দেবদলন। বোন সুভদ্রার রথের উচ্চতা সব থেকে কম ২১ কিউবিটস (৩১ ফুটের থেকে সামান্য বেশী), বলরামের রথের উচ্চতা ২২ কিউবিটস (৩২ ফুট ৫ ইঞ্চির থেকে সামান্য বেশী), এবং জগন্নাথের রথের উচ্চতা ২৩ কিউবিটস (৩৩ ফুট ১১ ইঞ্চির থেকে সামান্য বেশী)। চাকার দিক থেকেও সুভদ্রার রথ সবার পিছনে। সুভদ্রার রথে চোদ্দটি চাকা। দাদাদের রথে দুটি দুটি করে বেশী চাকা আছে।

মরণোত্তর চক্ষু ও দেহ দান সংগ্রহ কেন্দ্র

পরিচালনায়ঃ অমরাগড়ী যুব সংঘ

অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।

আমরা শুধু অঙ্গীকার চাই না,

মরণোত্তর চক্ষু ও দেহ চাই।

০৩২১৪-২৩৪-১৬৫, ৯৪৩৪৫৬৪৯৪৯

সুর ৩ কথা

আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক শিক্ষা কেন্দ্র

ঃ প্রতি শনিবার ঃ

মাধব ঘোষ লেন, খুরকট,

ঃ প্রতি রবিবার ঃ

ডুমুরাজলা, এইচ. আই. টি. কোয়ার্টার্স

যোগাযোগ - ৮০১৩৩৭৮১৬৫/৯৮৩০৪৭৬০২০

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার রথযাত্রা

স্বপনকুমার ঘোষ



পুরীর জগন্নাথ দেবের রথের অনুকরণে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রথ উৎসব দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে। পুরীতে যেমন জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা প্রত্যেকের জন্য তিনটি রথ প্রতি বছর নতুন করে নির্মিত হয়, এখানে সেরকম হয় না। একই কাঠামোতে রথের দিনে নতুন করে মূর্তিগুলি পূজিত হন। আর পূণ্য অর্জনের জন্য রথের রশিতে টান এটা সব জায়গায় একই ধারায় চলে আসছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় বলরাম বসুর বাড়িতে এসে রথের দড়ি টেনে ভক্তগণকে আনন্দ দিতেন। পুরীতে রথের সময় জগন্নাথ ও তাঁর ভ্রাতা বলরাম এবং ভগ্নী সুভদ্রাকে রথারোহণে মন্দির থেকে এক মাইল দূরে উদ্যান গৃহ মন্দিরে আনা হয়। রথযাত্রার চতুর্থ দিনে লক্ষ্মীদেবীকে জগন্নাথ দর্শনার্থে এই স্থানে আনা হয়। একে ‘হরপঞ্চম’ বলা হয়। এখানে মূর্তিগুলি সাতদিন রাখার পর পুনরায় মূল মন্দিরে আনা হয়। একে ‘পূর্ণযাত্রা’ বলা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় প্রায় একই ধারায় এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই রথ কোথাও একুশ চূড়া, তের চূড়া ও ন’চূড়া বিশিষ্ট। অসামান্য কারিগরী দক্ষতায় এই কাঠের রথগুলির শিল্পসৌন্দর্য অসাধারণ। রথসজ্জায় দু’টি ধাবমান অশ্ব, সারথি, গরুড়, পরী, বাদিকা, চামরধারিণী মূর্তি শোভা পায়। রথের গায়ে রঙিন চিত্রাঙ্কণে শিল্পীদের যথেষ্ট নৈপুণ্যের ছবি ফুটে ওঠে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের দিকে তাকালে বোঝা যায় এই রথ নির্মাণে কারিগরদের কি পরিমাণ নিষ্ঠা ও শ্রম নিয়োজিত হয়েছিল। এই রথগুলি অধিকাংশই দ্বিতল বা ত্রিতল বাড়ির মত।

হুগলী জেলার সুবিখ্যাত শ্রীরামপুরের মাহেশের রথ। অতীতে কাঠের ছিল বলে কথিত। বর্তমানে লোহার ফ্রেমে এটি তৈরি। এটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও জনশ্রুতি আছে যে রথটি স্থানীয় জনৈক মোদক কর্তৃক প্রথম সংস্কার হয়। পরবর্তী সময়ে এই রথটি অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় কলকাতার শ্যামবাজারে কৃষ্ণরাম বসু ১৭৯৩ সালে একটি সুদৃশ্য কাঠের রথ নির্মাণ করে দেন। এটিও কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ১৮৩৫ সালে কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র গুরুপ্রসাদ বসু আর একটি রথ গঠন করে দেন বটে, কিন্তু তাও আগুনে পুড়ে যাওয়ায় ১৮৫২ সালে কালাচাঁদ বসু পুনরায় একটি নতুন রথ তৈরি করে দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ রথে জনৈক ব্যক্তি উদ্বোধনেই আত্মহত্যা করায় রথটি সংস্কারবশত পরিত্যক্ত হওয়ার

कारणे कालाचांद बसु पौत्र विश्वम्भर बसु पुनरार्य एकटि रथ तैरि करे देन। आशचर्ये विषय एटिओ स्थयी हल ना। आबार अग्निकांडे भङ्गीभूत हले विश्वम्भरेर कनिष्ठ भ्राता कृष्णचन्द्र बसु आबार १८८५ साले नतून करे लोहार फ्रेमयुक्त वर्तमान रथटि तैरि करान।

সেকালে কলকাতায় যেসব রথ বিখ্যাত ছিল সেগুলির মধ্যে চোরবাগানের মল্লিকবাড়ির রথ, জোড়াবাগানের ঘোষেদের রথ, বউবাজারের ধর পরিবারের রথ, ছাতুবাবুর রথ, চাঁপাতলার জয়নারায়ণ চন্দ্রের রথ, চেতলার নাজিরবাবু ও টালিগঞ্জ রোডের রাসবাড়ীর রথের উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও, শ্রীশ্রীভক্তি বেদান্ত স্বামী শ্রীল

প্রভূপাদের স্থাপিত ইসকন-এর রথযাত্রাও উল্লেখযোগ্য। বেলগাছিয়ার তারাশঙ্করী মঠ মন্দির থেকে শ্রীশ্রী যশোমাধবের রথযাত্রা শুরু হয়ে হতিবাগানে মধুসূদন রায়ের বাড়িতে সাতদিন স্থিত হয়। এই দিনগুলিতে পূজা, কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ মহাসমারোহে পালিত হয়।

চব্বিশ পরগনা জেলার উকিলবাবুর হাটে রথযাত্রা উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী বিরাট মেলা হয়। নৈহাটিতে ঋষি বক্ষিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবনে রথযাত্রা উৎসব ও আটদিন ব্যাপি মেলা। গঙ্গাসাগর শ্রীধামে ত্রিযায়োগ আশ্রমে রথযাত্রা উৎসব।

কোচবিহারে মদনমোহন মন্দিরের রথযাত্রার বিশেষ খ্যাতি আছে।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে রথযাত্রাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে মহিষাদলের রাণী জনকী ১৭ চূড়াবিশিষ্ট যে রথটি নির্মাণ করান, সেটি পরে ১৮৫২ সালে লছমনপ্রসাদ গর্গ সংস্কার করায় ১৩ চূড়ায় পরিণত হয়। এই জেলার অন্যান্য রথের মধ্যে কেশপুর থানার নাড়াজোল, কাঁথি থানার চন্দ্রকোনা ও ডেমুরিয়া প্রভৃতি স্থানের রথ উল্লেখযোগ্য। তবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত রথুনাথ বাড়ী গ্রামের রথুনাথ জীউর রথযাত্রা উৎসব ও মেলা হয় বিজয়া দশমীর দিন।

বর্ধমান জেলার কাটোয়ার তঁতিপাড়া, জামালপুর থানার কুলিনগ্রাম, মেমারি থানার আমাদপুর এবং বর্ধমান রাজবাড়ির রথ খুব প্রাচীন।

বাঁকুড়ার বিষুপুরে মল্লরাজাদের নির্মিত রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পাশে হাঁটের তৈরি এবং পাথর দরজার কাছে

মাকড়া পাথরের তৈরি দু’টি রথ দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার অন্তর্গত কুলিয়াকোল গ্রামে রাধাবিনোদ জীউর রথযাত্রা উৎসব ও দুইদিন ব্যাপী মেলা। দক্ষিণ বিষুপুুর গ্রামে বাচস্পতি মহাশয় প্রতিষ্ঠিত বালা রথুনাথ সতানারায়ণ মহাপ্রভুর রথযাত্রা উৎসব। সিহামগ্রামে শ্রীশ্রীবংশীধারী জীউর রথযাত্রা।

বীরভূম জেলায় কাঠের বদলে পিতলের রথই বেশি। মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে জগন্নাথ জীউর রথ বেশ নামকরা। নাটোররাজ রামকান্ত রায়ের অর্থানুকূলে ৩২ চাকা ও সাত চূড়ায়ুক্ত একটি রথ তৈরি হয় ১৭৪২ সালে। পরে এটি নষ্ট হলে মহিষাদলের ভূস্বামী সতীপ্রসাদ গর্গ ও গোপাল প্রসাদ গর্গের অর্থ সাহায্যে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এই রথটি তৈরি হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায় রথযাত্রা উপলক্ষে একমাস ব্যাপী প্রাচীন মেলা।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির রথও সাবেককালের। ১৯৩৫ সালে মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্রের বিধবা পত্নী এটি নির্মাণ করান বলে জনশ্রুতি আছে। এছাড়া, এই জেলার চাকদহ থানার বৈষ্ণব শ্রীপাঠের জগন্নাথদেবের ন’চূড়া রথ উল্লেখযোগ্য। আবার শান্তিপুুরে বড় গোস্বামী ও হাট খোলার গোস্বামীদিগের প্রাচীন রথযাত্রা উৎসব ও সাতদিন ব্যাপী মেলা।

মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার জালালপুর গ্রামে সাতদিন ব্যাপী মেলা ও আনন্দানুষ্ঠান।

পশ্চিমদিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া গ্রামের হাটে রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা ও উৎসব।

বিভিন্ন জেলাতেই দেখা যায় উপযুক্ত আচ্ছাদন না থাকায় এই রথগুলি বৃষ্টির জল, রোদ, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক জায়গাতে সেগুলি আর সংস্কার না হওয়ায় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। আগে জমিদার সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিরাট অর্থ ব্যয় করে এগুলি সংস্কার করাতেন। বর্তমানে সে জিনিস আর দেখা যায় না। বিভিন্ন জেলার রথের বর্ণনা থেকে উপলব্ধি করা যায় অতীতে বাঙালীর ধর্মচিন্তায় রথের অবদান কম ছিল না। তাই প্রচলিত চিন্তাভাবনায় আষাঢ় মাসে রথযাত্রায় তাঁরা সামিল হতেন। অনেক জায়গায় জৌলুস কমে গেলেও এই ধারা আজও চলছে।

রথের চূড়া

রথের সৌন্দর্য তার চূড়া। প্রধান চূড়ার মাথায় থাকে পতাকা বা কেতন বা ধ্বজা। এই পতাকার নামেই রথের নামকরণ হয়। সাধারণভাবে রথে এক বা একাধিক চূড়া থাকে। চূড়ার সংখ্যা অনুসারে রথের আকার ও গড়ন আলাদা হয়।

একচূড়া : ছাদের মাঝখানে একটি চূড়া। (ছোটরা যে রথ টানে, পুরীর রথ)

পাঁচচূড়া : ছাদের মাঝখানে একটি এবং তার চারকোণে চারটি চূড়া। যেমন চন্দ্রকোণার ডিম্বালের রথ।

ন'চূড়া : পাঁচচূড়া রথের মাঝের চূড়াটির জায়গায় একটি দোতলা কুঠির বানিয়ে ঐ কুঠির মাঝে একটি এবং চারকোণে চারটি চূড়া। যেমন নাড়াঙ্গোল, অমরাগড়ী, রঘুনাথবাড়ী, ঘোষ পাড়ার রথ।

তেরচূড়া : ন'চূড়া রথের একটি তলা বাড়িয়ে তার চারকোণে চারটি চূড়া দিলেই সেটি তের চূড়ার রথ হয়ে যায়। (মেদিনীপুরের মহিষাদলের রথ)

রথের কোনটি কি

রথ তৈরির সময় শিল্পীরা কয়েকটি বিশেষ জিনিস নির্মাণ করেন।

বর্ষা : রথের চার কোনের খোদাই নকশা করা খুঁটি। নকশাদার চার খুঁটির রথকে চার বর্ষার রথ, আট খুঁটির রথকে আট বর্ষার রথ বলে।

তকদিয়াল : 'বর্ষা'র পাশের কাঠের খাড়া তক্তা।

পর্বতি : নানা মাপ ও আকৃতির রথের চূড়া।

সারথিতলা : আটচালা আকৃতির রথের কার্নিশ যেখানে সারথীমূর্তি বসানো হয়।

জলপীড়া : চাকাকে ঢেকে রাখা চারপাশের কাঠের ঝালট।

সাওরন : রথের ওপরদিকের কাঠের বাঁকানো ঝালট।

বারান্দা উঠি : রথের বারান্দায় ব্যবহৃত খুঁটি।

গেঁড়ি উবি : রথের ছোট খুঁটি।

রথ কুইজ

- ১। পুরীর রথযাত্রা ওড়িয়ায় কি নামে পরিচিত?
- ২। পুরীর রথে যে বিগ্রহ বসানো হয় তার স্থানীয় নাম কী?
- ৩। 'রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধুমধাম'- রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থে আছে?
- ৪। অর্জুনের রথের নাম কি?
- ৫। রামচন্দ্র ও অর্জুনের রথ বিষয়ে কি মিল রয়েছে?
- ৬। পুরীর রথযাত্রা হয় কোন তিথিতে?
- ৭। কার রথের নাম 'মকরকেতন'?
- ৮। 'বিষ্ণুর' রথের নাম কি?
- ৯। রামায়ণের কোন ব্যক্তি দশদিকেই রথ চালাতে পারতেন?
- ১০। সূর্যের রথের সারথি কে?
- ১১। 'রথপানি' কোন দেবতার এক নাম?
- ১২। 'রথকুটুম', 'রথবাহ', 'রথযুক' এবং 'ক্ষত্র' এই শব্দগুলির মিল কি?
- ১৩। কোন বেদকে 'রথস্বর' বলে?
- ১৪। 'বেনহার' ছবিতে ব্যবহৃত 'কোয়াজিগা' কি ধরনের রথ?
- ১৫। সূর্যের রথের সাতটি ঘোড়া কিসের প্রতীক?

রথের সাজ

রথের সৌন্দর্য বারাবার জন্য রথের গায়ে কাঠের খোদাই করে অলঙ্করণ করা হয়, নানান মূর্তি বসানো হয়, রথের গায়ের চারপাশে নানা ধরনের ছবি আঁকা হয়।

রথের চারকোণে কাঠের খুঁটির ওপর মানুষ বা জীব-জন্তুর মূর্তি খোদাই করে তৈরি করা হয়।

রথের গায়ে খাড়া ভাবে লাগানো নকশা করা কায়ের তক্তাকে 'তকদিয়াল' বলে। এই 'তকদিয়াল' গুলিতে নানা বিষয়ের ছবি আঁকা থাকে।

রথের গায়ে এক বিশেষ ধরনের নকশা থাকে। বিভিন্ন জন্তুর ওপর বর্ষা হাতে সওয়ার অশ্বারোহী সৈন্য বা টুপি পরা সাহেব বা নর্তকীর মূর্তি। একে 'মৃত্যুলাতা' বলে।

অনেক রথের গায়ের চারপাশে ছবি আঁকা থাকে। এক্ষেত্রে মোটা ক্যান্সিসের কাপড়ের ওপর ছবি আঁকে রথের চার দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া হয়।

রথের গায়ে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার ছবি (অমরাগড়ীর রথ), রাধাকৃষ্ণের ছবি (উদয়নারায়ণপুরের কানুপাটের রথ), দশাবতার, দশমহাবিদ্যা, দুর্গার ছবি (কালনার রথ), সামাজিক বিষয় নিয়ে ছবি (চেতলার নাজিরবাবুর রথ) আঁকা দেখা যায়।

রথের উপর দিকের কাঠের বাঁকানো ঝালটের (সাওরান) কোণে থাকে মকর মূর্তি।

রথকে কাঠের নানান মূর্তি দিয়ে সাজানো হয়। তার মধ্যে প্রধান হল সারথি ও জোড়া ঘোড়ার মূর্তি।

রথের মূল চূড়ায় গরুড় এবং বাকি চূড়ায় ডানাওয়ালা পরি বা নর্তকীর মূর্তি।

রথে নানাধরণের মূর্তি পাওয়া যায় - কলসি কাঁখে রমনী, কৌদীনধারী মহন্ত, টুপি পরা সাহেব, ঢোল-বাদক, বীণাবাদক, প্রার্থনারত খ্রীস্টান মহিলা, খোঁপা বাঁধা ও গাউন পরা মেমসাহেব, বন্দুকধারী পাইক, রন্ধনরতা মহিলা ইত্যাদি।

সচল রথ অচল রথ

পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই প্রাচীনকাল থেকে দ্রুতগামী স্থলযান হিসাবে রথের ব্যবহার হয়ে আসছে।

রথের গতি নির্ভর করত রথটানা ঘোড়ার সংখ্যার ওপর। আজও যানবাহনের গতিশক্তি মাপা হয় অশ্বশক্তি বা হর্সপাওয়ার এককে।

জুলিয়াস সিজার প্রথম যানচলাচল নির্দেশিকা (ট্রাফিক রুল) জারি করেন। রোমের রাস্তায় দিনের বেলায় সাধারণ মানুষের চলাফেরার সুবিধার জন্য তিনি দিনের বিশেষ কিছু সময়ে রথ চালনা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের কল্পনা রথকে আকাশ পথে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। রামায়ণে 'পুষ্পক বিমান'-এর কথা পাওয়া যায়। কুবেরের জন্য এই উড়ন্ত রথ বানান দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। রাবণ এটিকে কুবেরের কাছ থেকে চুরি করে নেয় এবং এই রথেই সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে যায়। রাবণ বধ শেষে সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্র এই পুষ্পক রথে চেপেই অযোধ্যায় ফেরেন।

খ্রিস্টদেশের প্রাচীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঘোড়ায় টানা রথের দৌড়। দৌড় প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে অলিম্প পাতার মুকুট দেওয়া হত। ১৯৫৬ সালে উইলিয়াম ওয়াইলার পরিচালিত 'বেনহার' ছবিটি ১১টি অস্কার পুরস্কার জেতে যা আজও সর্বোচ্চ। এই ছবিতে প্রায় ১৮ মিনিটের একটি রোমহর্ষক 'রথযুদ্ধ' রয়েছে যা ছবির অন্যতম আকর্ষণ। চারটি সাদা আরবি ঘোড়ায় টানা রথ নিয়ে বেন-হার পাল্লা দেয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী রথ চালক মেসালার সঙ্গে। নয় পাক দৌড়ের শেষে কালো ঘোড়ার রথের সওয়ার দাস্তিক মোলাকে হারিয়ে জয় হয় নিপীড়িত মানুষের নেতা বেন-হারের।

রথ থাকার জায়গাটি 'রথতলা' নামেই পরিচিত হয়। গোটা পশ্চিমবঙ্গে 'রথতলা' নামে অজস্র জায়গা আছে। রথযাত্রার দিনটিতে রথের রশিতে টান পড়লে রথ সচল হয়, যাত্রা করে রথতলা থেকে। আবার উন্টোরথে ফিরে আসে রথতলায়। এই সময়টুকু বাদ দিলে রথ বছরভর অচল হয়েই থাকে।

রাজা নরসিংহ বর্মনের আমলে মহাবলীপুরমে মল্লরীতির শিল্পের বিকাশ ঘটে যাকে রথশৈলীরীতি বলে। এখানে বিশালাকৃতির পাথর কেটে রথ মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। পঞ্চপাণ্ডবের রথগুলি বড় আকারের, দৌপদীর রথটি সবচেয়ে ছোট।

সাহিত্যে রথ

"রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশের রথ দেখতে গিয়াছিল। রথ মায়ের পথের জন্য পয়সা জোগাড় করার জন্য মেলাতে বিক্রি করবে বলে বনফুলের মালাও গেঁথে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না।"

- 'রাধারাণী', সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"রথের দিন চিৎপুর লোকারণ্য হয়ে উঠল। ছোট ছোট ছেলেরা বাঁশি করা জুতো ও সেপাই পেড়ে ঢাকাই ধুতি পরে কাজের লোকের হাত ধরে রথ দেখতে বেরিয়েছে। মাটির জগন্নাথ, কাঁঠাল, তালপাতার ভেঁপু, পাখা ও শোলার পাখি বিক্রি হচ্ছে।"

- হুতোম প্যাঁচার নকশা, কালীপ্রসন্ন সিংহ

"মাহেশ জ্ঞানযাত্রা ও রথে বাংলায় লোকে লোকারণ্য হইত। তবে কলিকাতার যাত্রীই অধিক। কলিকাতা হইতে অনেকে ভাউলে পানসি করিয়া আমোদ করিতে আসে।"

- কলকাতার ইতিহাস, প্রমথনাথ মল্লিক

রথ কুইজের উত্তর

- ১। শ্রীগুন্ডিচা উৎসব, ২। দারুভ্রন্দা, ৩। কণিকা কাব্যগ্রন্থ, ৪। কপিধ্বজ, ৫। উভয়ের রথের পতাকাতেই কপি অর্থাৎ হনুমানের ছবি, ৬। অষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে, ৭। কন্দর্পের বা কামদেবের, ৮। গরুরধ্বজ, ৯। দশরথ, ১০। অরণ্য, ১১। বিষ্ণুর, ১২। শব্দগুলি 'সারথি'র প্রতিশব্দ, ১৩। সামবেদ, ১৪। চারটি ঘোড়ায় টানা রথ, ১৫। সূর্যের আলোর সাতটি রঙের প্রতীক।

— জহর চট্টোপাধ্যায়।

মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধীকারী শিবনাথ চক্রবর্তী কতৃক অমরাগড়ী, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী, অমরাগড়ী, হাওড়া ৭১১৪০১ থেকে মুদ্রিত।
email : jelarkhabar@rediff.co.in যোগাযোগ : গ্রাম ও পোস্ট — অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্তী। ফোন নং : ৯৮০০২৮৬১৪৮
Owned by Shibnath Chakraborty and Printed at New Bani Press Co. Amoragori, Jaypur, Howrah and published at Amoragori, Jaypur, Howrah.

Editor - Shibnath Chakraborty. Phone No. 9800286148

জেলার খবর সমীক্ষা এখন ফেসবুকে এই ঠিকানায় facebook.com/JelarkhabarSamiksha